চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.

চসিক আপীল রিভিউ কমিটি ও কর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে ভারাপ্রাপ্ত মেয়র

করদাতাদের সাথে কোন প্রকার অসৌজন্যমূলক আচরণ ও নির্ধারিত ফি'র বাইরে অর্থ দাবী করলে তাৎক্ষণিক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, নগরবাসীকে গৃহকর নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই। করের বোঝা থেকে রেহাই দিতে আপীলের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে সহনীয় পর্যায়ে কর নির্ধারনের নির্দেশনা দিয়েছেন মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। মেয়রের সেই নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গতকাল মঙ্গলবার বিকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে রিভিউ বোর্ডের সদস্য, প্রকৌশলী, আইনজীবী ও কর কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম।

সে সময় তিনি বলেন, কর নির্ধারনে সম্মানিত করদাতাদের সন্তুষ্ঠি অর্জনে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আপীলের সম্মুখীন হওয়ার পর কোন করদাতা সন্তুষ্ট না হলে এ বিষয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের অবগত করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, করদাতাদের সুবিধার্থে প্রত্যেক রাজস্ব সার্কেলে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছে। এই ডেস্ক থেকে আপীল ফরম সংগ্রহ, কর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে সপ্তাহে একদিন কর বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে কদাতাদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হবে। সভার পূর্বেই এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার করে এলাকাবাসীকে জানানো হবে।

ভারপ্রাপ্ত মেয়র আরো বলেন, সিটি কর্পোরেশন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। নিজস্ব আয়ের উপর নির্ভর করে নগরবাসীর সেবা ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা প্রদান করতে হয়। চসিকের আয়ের প্রধান উৎস হল পৌরকর। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন ও নগরবাসী পৌরকর নিয়ে মুখোমুখি হওয়া বিব্রত ও অস্বস্তিকর। মো. রেজাউল করিম চৌধুরী মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করে চট্টগ্রামকে বিশ্বের উন্নত স্মার্ট নগরীর সাথে মিলিয়ে একটি আধুনিক নগরী গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি আরো বলেন, করদাতাদের সাথে কোন প্রকার অসৌজন্যমুলক আচরণ ও নির্ধারিত ফি'র বাইরে অর্থ দাবী করলে রাজস্ব কর্মকর্তা ও মেয়রের একান্ত সচিবের সাথে যোগাযোগ করে অভিযোগ দাখিলের জন্য ইতোমধ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে নগরবাসীকে অবহিত করা হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে কর্মকর্তাগণ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন। এছাড়াও নগরবাসী যুক্তিসংগত কোন পরামর্শ দিলে তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলে জানান।

এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন-আপীল বোর্ডে মেয়রের প্রতিনিধি কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহিদুল আলম, আবুল হাসনাত মো. বেলাল, নীলু নাগ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, রাজস্ব কর্মকর্তা শামসুল তাবরীজ প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন-প্রকৌশলী, আইনজীবী ও রাজস্ব সার্কেলের কর কর্মকর্তাগণ।

সম্প্রীতি সমাবেশে ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম

আবহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পাম্পপারিক ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এগিয়ে যেতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, সকলে মিলে যুদ্ধ করে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। তাই এদেশ আমাদের সকলের। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বাঙ্গালীর হাজার বছরের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রাখতে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজের বিশৃংঙ্খলা দুর করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রতিটি ধর্মের মূল মর্মবাণী হচ্ছে শান্তি ও মানবতার জয়গান। মানবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মূল্যায়ন করলেই পৃথিবীতে শান্তি অবধারিত। সাম্প্রাদায়িক সম্প্রীতির পাদপীট চট্টগ্রামের অতীত ঐতিহ্য ধরে রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, আসন্ন শারদীয় দূর্গোৎসব ভাতৃত্ব সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যময় পরিবেশে পালিত হবে। আজ মঙ্গলবার বিকালে নগরীর নন্দনকানস্থ থিয়োটার ইনষ্টিটিউট হলে গরীর ৪১টি ওয়ার্ডে গঠিত সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটির সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে আবৃত্তি শিল্পী কঙ্কন দাশের সঞ্চালায় এতে আরো বক্তব্য রাখেন-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হাসিনা জাকারিয়া, নারী নেত্রী জেমিন সুলতানা পারু, চট্টগ্রাম জেলা রেড ক্রিসেন্টের

সাধারণ সম্পাদক আবদুল জাব্বার, মহানগর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফ্ফর আহমদ, আন্দরকিল্লা জামে মসজিদের খতিব মাওলানা গোলাম মোস্তফা নুর নবী, মন্দিরের পুরোহিত অরুন চক্রবর্তী, মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের হিল্লোল সেন, চসিক প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: সেলিম আকতার চৌধুরী, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, সমাজ সংগঠক মিতুন বড়ুয়া, গোলাম সরোয়অর চৌধুরী, ইপসার সানজিদা হক। উপস্থিত ছিলেন-ওয়ার্ড কাউন্সিলর ছালে আহম্মদ চৌধুরী, গোলাম মাহমুদ চৌধুরী, হাসান মুরাদ বিপ্লব,জহর লাল হাজারী, মো. ইসমাইল, সলিম উল্লাহ বাচ্চু, নাজমুল হক ডিউক, গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, মো. শফিকুল ইসলাম, মো. জহুরুল আলম জসিম, ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরী, সংরক্ষিত কাউন্সিলর লুৎফুন্নেছা দোভাষ বেবী, আঞ্জুমান আরা, রুমকি সেনগুপ্ত, চসিক উপসচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু প্রমুখ।
ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম আরো বলেন, আবহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পাস্পপারিক ঐক্য, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমরা সক্ষম হব। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে এখনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এইসব ষড়যন্ত্রকারীরা যাতে গুজব ছড়িয়ে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে সেই ব্যাপারে সকলকে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখার আহবান জানিয়ে তিনি মন্ডপে পূজা চলাকালে ভক্ত, পুজারী ও দর্শনাথীদের সুবিধার্থে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কমিটি ও পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ, স্বেচ্ছসেবক সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। ভারপ্রাপ্ত মেয়র শারদীয় দূর্গোৎসব উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে দেশের সকল নাগরিকের শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, "ধর্ম যার, যার উৎসব সবার" এ আপ্ত বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে আমরা সবাই এক সঙ্গে উৎসব পালন করব। ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম সমাবেশে দূর্গোৎসব চলাকালে পূজামন্ডপে জেনারেটর, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, পর্যাপ্ত আলোকায়ন, পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা এবং পূজার্থী ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাসহ বিজয় দশমীর দিন পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিমা বিসর্জনের সকল প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে বলে জানান ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে
ভারপ্রাপ্ত মেয়রের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র আফরোজা কালাম প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। এক অভিনন্দন বার্তায় তিনি বলেন, শেখ হাসিনার জন্মই যেন জাতির আঁধারের ঘনঘটায় অগ্নি সেতুর স্থাপনের নৈসর্গিক কর্মযোগ্যকে বাস্তবায়ন করবার হেতু। বাঙ্গালী জাতির মুক্তির শৃঙ্খলকে উজ্জীবিত করবার আত্মিক মিত্রতা আমাদের প্রগতির পদে পদে গৌরবের ইতিহাস রচনার যুগোপদ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে যতো কিছু সাফল্য ও অর্জন হয়েছে তা সবই এসেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। মুকুট ধন্য হয় যে মণিতে শেখ হাসিনা সেই মণি। দেশ ও জাতির উন্নয়নে তাঁর বিকল্প নেই।
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগামীকাল বুধবার সকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন টাইগারপাসস্থ নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে খতমে কোরআন, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও ব্যানার প্রদর্শন কর্মসূচীর গ্রহণ হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী ম্যাট্সের ওরিয়েন্টশন সভায় ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী
পুথিঁগত বিদ্যার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী ম্যাট্সের ডিপ্লোমা ১৯ ম ও ম্যাট্সের ৭ম ব্যাচের এক ওরিয়েন্টশন সভা আজ মঙ্গলবার সকালে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী ম্যাট্সের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুপ, পাভেলের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন-সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ রুমানা শারমীন, প্রভাষক ডাঃ শাহানাজ আকতার, ডেন্টিস্ট ডাঃ পলাশ দাশ।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন-ডাঃ সুইটি মহাজন, ডাঃ নাহিদা আকতার, মাহমুদুল হক, সাইফুদ্দিন, মাহমুদ আক্তার, গোবিন্দ প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে পুথিঁগত বিদ্যার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি ছাত্র ছাত্রীর উদ্দেশ্যে বলেন, এই শিক্ষা জগতটি আপনাদের জন্য নতুন, আপনাদের মা-বাবার স্বপ্ন এখান থেকে সঠিক জ্ঞান আহরন করে তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা এবং জাতির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান ও শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত

অলংকার মোড় থেকে কর্ণেলহাট পর্যন্ত শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
১৬ ব্যক্তিকে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী পরিচালিত অভিযানে নগরীর অলংকার মোড় থেকে কর্ণেলহাট পর্যন্ত ঢাকা টাংক রোডে ফুটপাত ও রাস্তা দখল করে স্থাপিত শতাধিক অবৈধ দোকান ও স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এসব অবৈধ মালামাল জব্দ করে স্থাপনা উচ্ছেদ পূর্বক যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়। রাস্তার জায়গা দখল করে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ, দোকানের অংশ বর্ধিত করা ও রাস্তায় মালামাল রাখার দায়ে ১৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম।

এছাড়াও নির্বহী ম্যাজিস্ট্রেট ও রাজস্ব কর্মকর্তা সৈয়দ শামসুল তাবরীজ পরিচালিত নগরীর পাঁচলাইশ, মির্জাপুল ও কাতালগঞ্জ এলাকায় অভিযানে অবৈধ স্ল্যাবের বিপরীতে ৬৯ হাজার, বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি ৫৫ হাজার ৪শত ৯০ টাকা ও হোল্ডিং ট্যাক্স ২০ হাজার ৫শত ৩৫টাকা সহ মোট ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫ টাকা জরিমানা আদায় করেন। অভিযানকালে স্থানীয় কাউন্সিলর মোরশেদ আলম, কর কর্মকর্তা মহিউদ্দিন চৌধুরীসহ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩